৩ যীশু ঈশ্বরের পুত্র

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

পুত্র এবং তাঁর পিতা

পিতা ও পুত্রের অনন্তকালীন একতা।

পুত্রের পিতাকে স্বীকার।

পিতার পুত্রকে স্বীকার।

পুত্র এবং তাঁর শিষ্যেরা।

শিষ্যদের পুত্রকে স্বীকার।

পুত্রের তাঁর শিষ্যদের স্বীকার।

পুত্র ও শিষ্যদের অনন্ত মিলন।

যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। তাঁর সম্বন্ধে আমরা কি বিশ্বাস পোষণ করি তা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধুমাত্র একেজন সৎলোক ছিলেন না –তিনি কেবল মাত্র শিক্ষকই ছিলেন না। তিনি খ্রীষ্ট, একমাত্র সত্য ঈশ্বরের পুত্র। তিনি যে ঈশ্বর, এবং মানুষের চেহারায় এই জগতে এসেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা একবারে নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত। আমরা জানি পাপ ও মন্দ শক্তির কবল থেকে আমাদের মুক্ত করবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

পুত্র এবং তার পিতা

পিতা পুত্রের অনন্তকালীন একতা ঃ

বৈৎলেহমে মানুষের চেহারায় জন্ম গ্রহণ করবার আগে যীশু সব সময় তাঁর পিতা, ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। যে মশীহের জন্ম হবে তার সম্বন্ধে মীখা ভাববাদী লিখেছেন ঃ–

মীখা ৫ : ২ ; প্রাকাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি।

মৃত্যুর আগের রাতে যীশু প্রার্থনা করেছেন :

যোহন ১৭ : ৫ ; পিতা, জগৎ সৃষ্টি হবার আগে তোমার সংগে আমার যে মহিমা ছিল, তোমার সংগে সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও।

যীশু ঈশ্বরের সগে জগৎ সৃষ্টির কাজে অংশ নিয়েছিলেন। যোহন যীশুকে বাক্য বলেছেন, এবং তাঁর সুসমাচারের শুরুতে আমাদের বলেছেন :

যোহন ১ : ১-৩ ; প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংগে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি ঈশ্বরের সংগে ছিলেন। সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি।

পুরাতন নিয়মের যে বিষয়টি পাঠককে হতবুদ্ধি করে ফেলে, এই শাস্ত্র বাক্যগুলি থেকে তার রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়। ঈশ্বর যখন বলেছেন "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি" তখন তিনি কাকে একথা বলেছেন ? আর ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকেই-বা কেন বলেছেন যে, যে মশীহের জন্ম হবে, তাঁকে বিক্রমশালী ঈশ্বর, এবং সনাতন, পিতা বলা হবে ?

বাইবেল আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, কেবল একজন সত্য ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। আবার পুরাতন নিয়মে প্রায় ২,৭০০ বার ঈশ্বরের নাম হিসাবে "ইলোহীম" যা অনেক ব্যক্তি বুঝায় এই রূপ নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইলোহীমের অনুবাদ করা হয়েছে ঈশ্বর, এবং সে সব ক্ষেত্রে কোন কোন সময় ঈশ্বরের কাজ বর্ণনা করবার জন্য ঈশ্বরের সাথে অনেক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। সৃষ্টি কাজ বর্ণনায় আমরা এইরূপ দেখতে পাই। কখনও কখনও এই নামটি এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন একাধিক ব্যক্তি একজনের মত সব কাজ করছেন। বাইবেলে 'এক' কথাটি দ্বারা একত্ব অথবা 'এক' সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। ঈশ্বরের যে একত্ব তার মধ্যে একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন।

আদি ১ ঃ ১, ২, ২৬ ; আদিতে ঈশ্বর (ইলোহীম) আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন । আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন পরে ঈশ্বর (ইলোহীম) কহিলেন, আমরা আমাদের তিমুর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি ।

পুরাতন ও নূতন নিয়মে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ থেকে আমরা দেখি যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা – এই তিন ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলা হয়েছে । আমরা এদের তিনে এক ঈশ্বর বা পবিত্র ত্রিত্ব বলে থাকি–যার মানে একের মধ্যে তিন পবিত্র ব্যক্তি । এদের উদ্দেশ্য, ক্ষমতা এবং সত্ত্বা এক ও অভিন্ন । তারা সর্বদা একত্রে পরিপূর্ণ একতার সাথে কাজ করেছেন । জগৎ সৃষ্টিতে তারা তিনজনে অংশ নিয়েছেন । যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখনও তাঁরা একত্রেই সব-কিছু করেছেন । আর তাঁরা সব সময়ই এইভাবে কাজ করবেন । ঈশ্বর-এই নামটি একটা কুলনামের মতই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা–সবাইর জন্য ব্যবহার করা হয় । তাঁদের মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আমরা পিতাকে ঈশ্বর বলি, পুত্রকে তাঁর পৃথিবীর নাম–যীশু-বলে ডাকি, এবং পবিত্র আত্মার কথা বলে থাকি ।

যীশু পিতার সাথে তাঁর যুক্ত হওয়াকে 'এক' বলেছেন অথবা অন্য কথায় তিনি পিতার মধ্যে এবং পিতা তাঁর মধ্যে ।

যোহন ১৭ ঃ ২১-২৩ , পিতা, তুমি যেমন আমার সংগে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের সংগে যুক্ত থাকতে পারে । যেন আমরা যেমন এক তারাও তেমনি এক হতে পারে, অর্থাৎ আমি তাদের সংগে যুক্ত ও তুমি আমার সংগে যুক্ত ।

যোহন ১৭ ঃ ৫ পদে যীশু যে প্রার্থনা করেছেন পিতা ঈশ্বর তার উত্তর দিয়েছিলেন । যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করলে পর ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন।এর চল্লিশ দিন পরে অনেক লোকে তাঁকে স্বর্গে ফিরে যেতে দেখেছে । পরে ঈশ্বর কয়েকজন লোককে পিতার সাথে

স্বর্গীয় মহিমায় যীশুকে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে স্তিফান একজন।

প্রেরিত ৭ : ৫৫ স্তিফান পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেলেন। তিনি যীশুকে ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

পুত্রের দ্বারা পিতাকে স্বীকার :

যীশু জানতেন যে, ঈশ্বর তাঁর পিতা, এবং অন্যদের কাছেও তিনি সেকথা বলেছেন। তিনি সর্বদা ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলে উল্লেখ করেছেন (তার বয়স যখন বরো বছর তখন থেকেই)। প্রার্থনার সময় ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলে ডাকতেন। যীশু লোকেদের বলতেন যে যারা তার উপর বিশ্বাস করে, তাদের অনন্ত জীবন দেওয়ার জন্যই ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

যোহন ৩ : ১৬ ; ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।

ঈশ্বর যে কাজ করবার জন্য তাঁকে জগতে পাঠিয়েছিলেন তা সুসম্পন্ন করবার দ্বারা যীশু পিতার প্রতি তার সম্মান দেখিয়েছিলেন। ঈশ্বর কেমন বিস্ময়কর, তা তিনি লোকেদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও অলৌকিক কাজ ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন।

যোহন ৮ : ২৮, ২৯ ; আমি নিজে থেকে কোন কিছুই করিনা, বরং পিতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমি সেই সব কথাই বলি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমার সংগে আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন আমি সব সময় সেই কাজই করি।

পিতার দ্বারা পুত্রকে স্বীকার :

আমরা জানি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র কারণ ঈশ্বরই তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে সম্মান দেন। যীশু বলেছেন :

যোহন ৮ : ১৮, ৫৪ ; "আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন ..... যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি তবে তার কোন দাম নেই। আমার পিতা, যাকে আপনারা আপনাদের ঈশ্বর বলে দাবী করেন, তিনিই আমাকে সম্মান দান করেন।"

ঈশ্বর (১) স্বর্গদূত (২) পবিত্র আত্মা এবং (৩) অলৌকিক চিহ্নের মাধ্যমে পুত্রকে সম্মান দিয়েছেন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যীশু তাঁর পুত্র।

স্বর্গদূতগণ। ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় বার্তা বাহক, স্বর্গদূতগণের দ্বারা লোকেদের জানিয়েছেন যে, যীশু তাঁর পুত্র। স্বর্গদূত যোসেফ ও মরিয়মকে বলেছিলেন যে, কুমারীর গর্ভে যে শিশু জন্ম নেবেন, তিনি হবেন ঈশ্বরেরই পুত্র। স্বর্গদূতগণই বৈৎলেহমের মাঠে মেষ পালকদের কাছে ত্রাণকর্তার জন্ম সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন। যীশুর জীবনের দুটি গুরুতর অবস্থায় স্বর্গদূতগণই পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য দিয়েছিলেন। স্বর্গদূতগণ যীশুর কবরের ঢাকনা পাথর সরিয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। আর যীশু যখন স্বর্গে গেলেন, তখন যে লোকেরা সেখানে একত্রিত হয়েছিল, তাদের কাছে স্বর্গদূতগণ বলেছিলেন, যেভাবে যীশু স্বর্গে গেলেন সেই ভাবেই আবার ফিরে আসবেন।

পবিত্র আত্মা। ঈশ্বর যীশুকে সম্মান দেওয়ার জন্য এবং যীশু কে, তা যেন লোকেরা জানতে পারে, সে জন্য পবিত্র আত্মা পাঠিয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা ইলীশাবেৎ, সখরিয়, শিমিয়োন, মরিয়ম, হান্নাকে আত্মার আবেশে পূর্ণ করেছিলেন ও তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন। তারা লোকেদের বলেছিলেন যে, শিশু যীশুই মশীহ। ঈশ্বর বাপ্তাইজকারী যোহনকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেছিলেন ও যীশুর পক্ষে বিশেষ বার্তাবাহকরূপে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি ঘোষণা করেন যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বরের সেই মেষশাবক যিনি জগতের পাপ দূর করেন। যীশু বাপ্তাইজিত হওয়ার সময় পবিত্র আত্মা পায়রার আকারে তাঁর উপর নেমে আসল। পবিত্র আত্মা যীশুকে জ্ঞানে ও

ঈশ্বরের পরাক্রমে পূর্ণ সেই মশীহ বা অভিষিক্ত ব্যক্তি রূপে তাঁর কাজের জন্য তাঁকে অভিষেক করেন।

অলৌকিক চিহ্ন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য অনেক চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। একটা তারা পূর্ব দেশীয় পণ্ডিতদের পথ দেখিয়ে শিশু যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিল। তিনবার লোকেরা স্বর্গ থেকে ঈশ্বরকে যীশুর পক্ষে কথা বলতে শুনেছিল। তারা দুইবার ঈশ্বরকে এই কথা বলতে শুনেছিল ঃ

মথি ৩ ঃ ১৭ ও ১৭ ঃ ৫ ; ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।

যীশুর অলৌকিক কাজগুলি এই সাক্ষ্যই দেয় যে তিনি নিজের বিষয়ে যা বলেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র, তিনি আসলে তাই। যীশুর উজ্জ্বল দেহ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মহিমা সম্পর্কে শিষ্যদের সামান্য আভাষ দিয়েছিলেন।

মথি ১৭ ঃ ২ ; তাঁদের সামনে যীশুর চেহারা বদলে গেল। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল।

যীশুর মৃত্যুকালে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ভূমিকম্প হয়েছিল। সূর্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

তিন দিন পরে যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করবার দ্বারা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে সম্মান দিয়েছেন। পরে ঈশ্বর অনেক লোকের চোখের সামনে যীশুকে সশরীরে স্বর্গে তুলে নিয়েছেন। এর পরে ঈশ্বর কয়েকজন লোককে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন যে, যীশু স্বর্গে তাঁর পিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আর শিষ্যেরা যখন যীশুর নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তখন তিনি তাদের উত্তর দিয়েছেন ও নানা অলৌকিক কাজ সাধন করেছেন। যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে তাদের সবাইর পক্ষে তাঁর পুত্র যীশুর সম্বন্ধে তাঁর সাক্ষ্যও বিশ্বাস করা উচিৎ।

পুত্র ও তাঁর শিষ্যগণ

পিতা ও পুত্র যেমন একে অন্যকে স্বীকার করেন, তেমনি ঈশ্বরের পুত্র ও তাঁর শিষ্যেরাও এক পক্ষ অন্য পক্ষকে স্বীকার করেন। এই স্বীকৃতির ফলেই আমরা ঈশ্বরের পুত্রের সংগে অনন্ত কালের জন্য যুক্ত।

শিষ্যেরা পুত্রকে স্বীকার করেন ঃ

যীশু পৃথিবীতে থাকাকালে যারা তাঁর শিষ্য হয়েছিল, তারা সবাই যীশুর উপর বিশ্বাস করেই তাঁর শিষ্য হয়েছিল। তিনি নিজেকে পুত্র বলে দাবী করেছেন, আর তিনি যে আসলে তাই, এটা তারা বুঝেছিল। তারা প্রকাশ্যে তাঁর উপর তাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

মথি ১৬ ঃ ১৬ ; শিমোন পিতর বললেন, "আপনি সেই মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।"

যোহন ২০ ঃ ২৮ ; তখন থোমা বললেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার।"

যীশুর বর্তমান কালের শিষ্যদের খবর কি ? আমরা কিভাবে তাঁকে স্বীকার করি ? কোন একটা মণ্ডলীর সভ্য হওয়ার দ্বারা ? খ্রীষ্টিয়ান নামে আখ্যায়িত হওয়ার দ্বারা সত্যিকার খ্রীষ্টিয়ান হতে হলে প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করতে হবে—তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করতে হবে। আমরা কিভাবে তা করি ? আমাদের জীবনকে তাঁর দিকে ফিরাই, তাঁর উপর নির্ভর করি, এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলি।

যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, তা প্রমাণ করবার জন্যেই যোহন তাঁর সুখবর লিখেছিলেন,যেন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করে অনন্ত জীবন পেতে পারি। তাঁর লেখা চিঠিগুলিতেও যোহন ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করে বলেছেন যে, একমাত্র ঈশ্বরের পুত্রের মাধ্যমেই আমরা অনন্ত জীবন পেতে পারি।

যোহন ২০ ঃ ৩১ ; এসব লেখা হল যাতে তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।

১ যোহন ৫ ঃ ১১, ১২ ; ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে। ঈশ্বরের পুত্রকে যে পেয়েছে সে সেই জীবনও পেয়েছে ; কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি সে সেই জীবনও পায়নি।

পুত্রের দ্বারা শিষ্যদের স্বীকার ঃ

আমাদের জন্ম হওয়ার অনেক আগেই যীশু আমাদের জানতেন। জগৎ সৃষ্টির আগে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর–মানব জাতির জন্য তাদের পরিকল্পনায় আমাদের দেখেছিলেন। তারা আমাদের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হতে, ঈশ্বরে প্রেমে জীবন যাপন করতে, ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত ভাল জিনিস উপভোগ করতে এবং পরম সুখে তাঁর সাথে জীবন যাপন করতে দেখেছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বর এছাড়া আরও কিছু দেখেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে মানব জাতি বিদ্রোহী হয়ে তাঁর পথ ছেড়ে দূরে, পাপ ও মৃত্যুর পথে চলে যাবে। ঈশ্বর এই জগতে আমাদের পাপের ফল ভোগ করতে দেখেছিলেন, আরো দেখেছিলেন যে, আমরা অনন্ত মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি। আমরা বিদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞ জাতি, কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি তাঁর মহাপ্রেম দেখিয়েছেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে আমাদের পরিত্রাণের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন।

আমরা যখন পাপী ছিলাম, সেই পাপী অবস্থায়ও পুত্র ঈশ্বর তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য আমাদের বেছে নিয়েছেন। তিনি আমাদের অপরাধ দেখেছিলেন এবং তিনি আমাদের বদলে আমাদের প্রাপ্য মৃত্যু দণ্ড ভোগ করেছেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা দেখে আমাদের জন্য তাঁর শক্তি দিয়েছেন। যারাই তাঁর কাছে আসে, তাদের সবাইকে তিনি গ্রহণ করেন ও পাপের অধীনতা থেকে মুক্ত করেন।

ইফিষীয় ১ ঃ ৪, ৫ ; আমরা যাতে ঈশ্বরের চোখে পবিত্র ও নিখুঁত হতে পারি, সেজন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করবার আগেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিয়েছেন । তাঁর ভালবাসার দরুণ তিনি খুশী হয়ে নিজের ইচ্ছায় আগেই ঠিক করেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সন্তান হব ।

যীশু এই জগতে থাকা কালে তাঁর শিষ্যদের জন্য যে নামগুলি ব্যবহার করেছেন, তা দেখায় যে তিনি তাঁর সমস্ত অনুসারীদের কেমন গভীরভাবে ভালবাসেন । তিনি তাদের তাঁর ছোট শিশু, ঈশ্বরের সন্তান, জগতের আলো, পৃথিবীর লবণ, তাঁর কণে, তাঁর সাক্ষী, ঈশ্বর তাঁকে যাদের দিয়েছেন, তাঁর ছোট মেষ পাল, তাঁর মনোনীতগণ, তাঁর মণ্ডলী, তাঁর ভাই, দ্রাক্ষালতার শাখা-প্রশাখার মত তাঁর নিজের অংগ প্রত্যংগ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন ।

আমরা কি যীশুকে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করি ? যদি করি, তবে তিনিও আমাদের তাঁর নিজের লোক বলে স্বীকার করেন ।

মথি ১০ ঃ ৩২, ৩৩ ; "যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব । কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সামনে তাকে অস্বীকার করব ।"

যোহন ১ ঃ ১২ ; তবে যতজন তাঁর উপরে বিশ্বাস ক'রে তাঁকে গ্রহণ করল, তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন ।

পুত্র ও শিষ্যদের অনন্ত মিলন ঃ

যীশু চান যেন আমরা তাঁর সাথে থাকি । কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন, আর তিনি এ-ও জানেন যে তাঁর সাথে আমাদের যুক্ত থাকার উপরই আমাদের জীবন, সুখ ও ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল । তিনি আমাদের দেহ, প্রাণ ও আত্মায় নতুন জীবন সঞ্চার করেন । তাঁর মধ্যেই আমরা সত্যিকারের সুখ, পূর্ণতা ও মন্দকে জয় করবার শক্তি লাভ করি । যারা এখন প্রতিনিয়ত তাঁর সাথে চলে তারা সবাই স্বর্গে গিয়ে চিরদিনের জন্য তাঁর সাথে বাস করবে । যীশু বলেছেন ঃ

যোহন ১০ ঃ ১০ ; "আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।"

যোহন ১৪ ঃ ৬ ; "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারেনা।"

যোহন ৩ ঃ ৩৫, ৩৬ ; "পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তাঁর হাতে সমস্তই দিয়েছেন। যে কেউ পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপর থাকবে।"

যীশুর সাথে আমরা এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে আমরা যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করি তারা সবাই খ্রীষ্টের মধ্যে থাকি এবং তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন। তিনি দ্রাক্ষালতা এবং আমরা শাখা-প্রশাখা।

যোহন ১৫ ঃ ৫ ; 'আমিই আংগুর গাছ, আর তোমরা ডালপালা। যদি কেউ আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি তবে তার জীবনে অনেক ফল ধরে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারনা।

প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযোগকে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। যীশু মস্তক। মণ্ডলী হচ্ছে তাঁর দেহ। তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসাবে আমরাও নিষ্পাপ পুত্র–ঈশ্বরের সমস্ত অধিকার ও সুযোগ, তাঁর সমস্ত গৌরব, এবং পিতা-পুত্রের মধ্যকার সমস্ত ভালবাসা ও সহভাগিতা লাভ করি।

কলসীয় ১ ঃ ১৭, ১৮, ২৭, ২৮ ; তিনিই সব কিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে। এছাড়া তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা। তিনিই প্রথম আর তিনিই মৃত্যু থেকে প্রথম জীবিত হয়েছিলেন, যেন সব কিছুতেই তিনিই প্রধান হতে পারেন।

খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে আছেন এবং সেই জন্য তোমরা এই আশ্বাস পেয়েছ যে, তোমরা তাঁর মহিমার ভাগী হবে। .....আমরা.....যীশু খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করি, যেন প্রত্যেককেই আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে পারি।